দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৭।১।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

খালেদা সালাউদ্দিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশের বিপুল জনসম্পদকে উৎপাদনশীল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের শতকরা একশত ভাগ লোকের জন্য সাক্ষরতা অর্জন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সাফল্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে ৫—৯ বছর বয়সসীমার ৯১.৪৭% ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডীতে নিয়ে আসার উপর খসড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ : (ক) ৫-৯ বৎসর বয়ঃসীমার সকল বালক বালিকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। (খ) বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই-খাতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ করা। (গ) ভূমিহীন কৃষক পরিবার থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে দ্বিপ্রাহরিক খাবার সরবরাহ করা। (ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভিত্তিতে বৃত্তি এবং আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ঙ) পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে উৎপাদনমুখী বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে খসড়া পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৪১ শতাংশ।

স্বাধীনতাত্তোরকালে এটাই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। পাকিস্তানী আমলে এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও প্রাথমিক শিক্ষা অহেতুক অবহেলার শিকার হয়েছে। এ দেশের বর্তমান পরিকল্পনা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই মনে হয়। খসড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান যেসকল সমস্যার কথা উল্লেখিত আছে তন্মধ্যে শহর কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অসামঞ্জস্য, অসংগত শিক্ষানীতি এবং ঔপনিবেশিক আমলের অবাস্তব পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 'হোয়াইট কলার জবস' এর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা অন্যতম।

উপরোক্ত সমস্যাবলী যে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের মূল সমস্যা যে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য বাস্তবতার অনুরোধেই অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন জরীপ এবং গবেষণা রিপোর্টে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারে বিদ্যমান দারিদ্র্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি যোগ্য বয়সের বালক-বালিকাদের কৃষি এবং গৃহকর্মে অংশগ্রহণ, শিক্ষার ব্যয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বালক-বালিকাদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। সে কারণেই গ্রামাঞ্চলের ৭০% পরিবার ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে স্কুলে ভর্তি যোগ্য মোট বালক-বালিকাদের ৯১.৪৭% শতাংশকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার যে কর্মসূচী নেয়া হয়েছে, তা সফল করার জন্যে উপরোক্ত সমস্যাবলী সমাধানেরও উদ্যোগ নেয়া দরকার।

খসড়া পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষালয়ে ভূমিহীন কৃষক পরিবার থেকে আগত বালক-বালিকাদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক খাবার সরবরাহ করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কেন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের একটি বিশেষ গ্রুপকে খাবার সরবরাহ করলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা বোধ তীব্র হয়ে উঠতে পারে। শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য এধরনের ব্যবস্থা অনুকূল নয়। এর বিকল্প পন্থা হিসেবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের নিকট থেকে খাবার সরবরাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু 'ফি' আদায় করে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্যই দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খসড়া পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য বয়ঃসীমার বালক-বালিকাদের বৃত্তিদান এবং বিনামূল্যে বই-পুস্তক এবং অন্যান্য উপকরণ বিতরণের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই-পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিতরণ করার ব্যবস্থা হলে শিক্ষার প্রতি বালক-বালিকাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হতে পারে। কুমিল্লা জেলার সাতটি গ্রামে এধরনের একটি 'পাইলট প্রকল্প' চালু করে দেখা গেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী বয়ঃসীমার শিশুদের মধ্যে ১০০% বালক-বালিকাকেই তালিকাভুক্ত করা গেছে। কেবল তাই নয় এ প্রকল্প চালু হবার পাঁচ বছর পর তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭৪% কেই স্কুলের গন্ডীতে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। (সূত্র: ডঃ এলেন সাত্তার: উইমেন এন্ড এডুকেশন-১৯৮০)

কিন্তু খসড়া পরিকল্পনায় বৃত্তিদানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ৯.৫ কোটি টাকা এবং ১৩০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক এবং বিভিন্ন উপকরণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত হয়েছে ৬৫.৬৯ কোটি টাকা। এ অর্থ লক্ষ্যার্জনের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলেই আমাদের মনে হয়। নতুন বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সহজপ্রাপ্য স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কিয়দংশ বাঁচিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হতে পারে।

উপসংহার ও সুপারিশমালা : আলোচনা থেকে এ সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কতিপয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে বালক-বালিকাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সার্বিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ করে রেখেছে। এ নিবন্ধে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলির কথা স্মরণ রেখে একথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে সুচিন্তিত নীতিমালা গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে দারিদ্র্য নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বহু সমস্যাই দূর করা সম্ভব হয়। এবং এ সমস্যাবলীর সমাধান না হলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেও লক্ষ্যার্জন সম্ভব হবে না। তবে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে এবং ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে ঘটাতে হবে।

তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ কিছু তাৎক্ষণিক এবং স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন প্রয়োজন। বালিকাদের ক্ষেত্রে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জন করতে হলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে বিমুখ বালিকাদের জন্য নারী শিক্ষা কেন্দ্র, ফিডার স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে হলে শহরের শিক্ষিত মহিলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে দীর্ঘকালীন ছুটির সময় গ্রামে পাঠাবার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। তারা কিছুকাল গ্রামে বাস করে খন্ডকালীন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। অভিভাবক ও বালিকাদের উদ্বুদ্ধকরণে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে এদেশের মহিলা সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাঁদের জন্য (বিশেষ করে বহিরাগতদের জন্য) আবাসিক

(৭-এর কঃ-এ দঃ)

(৬-এর কঃ-এর পর)

কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বালিকাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষিকা নিযুক্ত হলে এবং ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ সম্ভব হলে শিক্ষার প্রতি মেয়েরা আগ্রহী হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়। বালকদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্যও এ ধরনের ব্যবস্থা কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারী নীতিমালায় নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হলে গতানুগতিক পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ব্যবহারিক এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হতে পারে।